বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক
(রিপোর্ট ২০১৯)

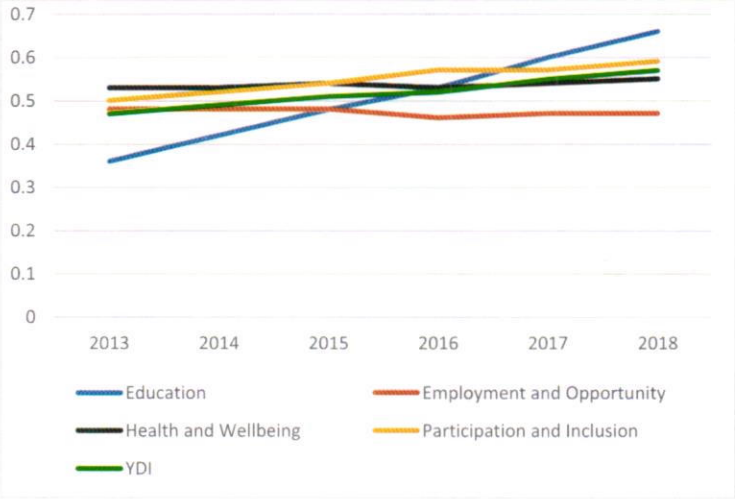

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায় ঃ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক

(রিপোর্ট ২০১৯)

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ

সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রকল্প পরিচালক, Support to Develop National Plan of Action for Implementation National Youth Policy and Youth Development Index Project.

সহযোগিতায়ঃ

মিস ইশানী রুয়ানপুরা, প্রোগ্রাম স্পেশিয়ালিস্ট - অ্যাডোলোসেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ, ইউএনএফপিএ।

ডা. মো. মুনির হোসেন, প্রোগ্রাম অ্যানালিস্ট - অ্যাডোলোসেন্ট অ্যান্ড ইয়ুথ, ইউএনএফপিএ।

মিস জেমা উড, ইন্টারন্যাশনাল কনসালট্যান্ট (অস্ট্রেলিয়া), ইউএনএফপিএ।

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট, ইউএনএফপিএ।

সূচিপত্র

টেবিল v

চিত্র vi

১ সারকথা ১

২ যুব উন্নয়ন সূচক কেন? ১

৩ গবেষণা পদ্ধতি ২

৪ প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ও আলোচনা ৫

৫ ডোমেইনের ফলাফল ৮

৫.১ ডোমেইন ১ঃ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ৮

৫.২ ডোমেইন ২ঃ শিক্ষা ১০

৫.৩ ডোমেইন ৩ঃ কর্মসংস্থান ও সুযোগ ১১

৫.৪ ডোমেইন ৪ঃ অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ১২

৬ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ১৪

৭ বিভাগভিত্তিক ফলাফল ১৫

৭.১ বরিশাল বিভাগ ১৫

৭.২ চট্টগ্রাম বিভাগ ১৫

৭.৩ ঢাকা বিভাগ ১৬

৭.৪ খুলনা বিভাগ ১৭

৭.৫ ময়মনসিংহ বিভাগ ১৮

৭.৬ রাজশাহী বিভাগ ১৯

৭.৭ রংপুর বিভাগ ২০

৭.৮ সিলেট বিভাগ ২১

৮ উপসংহার ও করণীয় ২৩

টেবিল

টেবিল-১ ঃ কমনওয়েলথ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৬) এর ভার নির্ধারণ..... ৩
টেবিল-২ ঃ আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৭) এর ভার নির্ধারণ..... ৩
টেবিল-৩ ঃ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৯) এ ব্যবহৃত ডোমেইনের ভার নির্ধারণ..... ৪
টেবিল-৪ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকে ব্যবহৃত নির্দেশসমূহের সর্বোচ্চ মান, সর্বোনিম্ন মান এবং বাংলাদেশের গড় মান ৫

চিত্র

চিত্র-১ ঃ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ১৪
চিত্র-২ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ বরিশাল বিভাগ ১৫
চিত্র-৩ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ চট্টগ্রাম ১৬
চিত্র-৪ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ ঢাকা বিভাগ ১৭
চিত্র-৫ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ খুলনা বিভাগ ১৮
চিত্র-৬ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ ময়মনসিংহ বিভাগ ১৯
চিত্র-৭ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ রাজশাহী বিভাগ ২০
চিত্র-৮ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ রংপুর বিভাগ ২১
চিত্র-৯ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ সিলেট বিভাগ ২২

১ সারকথা

বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ যুব, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর। এই যুবদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে "ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড" কে সর্বোচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এজন্য দরকার জাতীয় যুব উন্নয়ন নীতি- যা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন গবেষণাভিত্তিক কিছু উপাদান যার উপর ভিত্তি করে যুব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এরই একটি পদক্ষেপ। এই সূচক গঠনকল্পে যুব উন্নয়নে প্রাধিকার বিষয়সমূহকে নির্ধারণ করা হয়, কিভাবে পরিমাপ করা যায় তা নিশ্চিত করা হয় এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়।

২ যুব উন্নয়ন সূচক কেন?

'যুব' সংজ্ঞায়নে 'বয়স' কে পরিমাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সংজ্ঞায়ন দেশ ও অঞ্চলভেদে ভিন্ন বলে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রণীত 'বাংলাদেশ যুবনীতি ২০১৭' অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তিকে "যুব" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরিসংখ্যানিক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী 'যুব'। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক এই এক তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে কিশোর প্রজনন হার নির্ধারণে ১৫ থেকে ১৯ বছর ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক যুবদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। তাছাড়া যুব উন্নয়ন সূচকের মাধ্যমে যুব উন্নয়নে শক্তিশালী নিয়ামকসমূহ নির্ধারণ করা সম্ভব। একইসাথে, যুব উন্নয়নে যে সকল বিষয়সমূহে ঘাটতি রয়েছে তা আলোকপাত করা সম্ভব। এর মাধ্যমে যুব উন্নয়নে ভবিষ্যতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এক কথায়, জাতীয় ও অঞ্চল ভিত্তিক যুব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে জাতীয় যুব উন্নয়ন সূচক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ বাংলাদেশের যুবদের প্রাধিকার বিষয়সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়। এছাড়া, যুব উন্নয়নে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করে। সার সংক্ষেপে বলা যায়, জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়কে কিভাবে শক্তিশালী সম্পদে রূপান্তর করা যায় তারই একটি দলিল। এই যুব নীতি বাস্তবায়ণকল্পে বাংলাদেশের জন্য একটি যুব উন্নয়ন সূচক গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে যার মাধ্যমে যুবদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তাছাড়া, যুব উন্নয়ন সূচকের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, যুব উন্নয়ন সূচক বছরভিত্তিক প্রকল্পসমূহের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে ভূমিকা রাখবে।

৩ গবেষণা পদ্ধতি

২০১৬ সালে কমনওয়েলথ ইয়ুথ সেক্রেটারিয়েট ডিভিশন সর্বপ্রথম যুব উন্নয়ন সূচক প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ প্রণয়নে যে গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা কমনওয়েলথ যুব উন্নয়ন সূচকের সদৃশ। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচকে কিছু ডোমেইন (Domain) এবং নির্দেশক (Indicator) ব্যবহার করা হয়েছে যা অন্যান্য যুব উন্নয়ন সূচক যেমন- কমনওয়েলথ যুব উন্নয়ন সূচক ও আশিয়ান (ASEAN) যুব উন্নয়ন সূচক এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ প্রণয়নে যে সকল ডোমেইন ও নির্দেশকসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা আলোচ্য গবেষণার প্রথম ধাপে নির্ধারণ করা হয়েছিল কাঠামোবদ্ধ ও অংশগ্রহনমূলক ওয়ার্কসপের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে দু'ধরনের ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমত, অংশীদারি ওয়ার্কসপ যেখানে ৫০ জন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিশেষ ওয়ার্কসপ যেখানে ৩০ জন যুব অংশগ্রহণ করেছিল। অংশদারী ওয়ার্কসপে সরকারী, এনজিও এবং যুব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, যুব উন্নয়ন সূচক গঠন ও পদ্ধতি পর্যায়ে পরিসংখ্যান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়। তথ্য সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ব্যানবেইস (BANBEIS), নিপোর্ট (NIPORT) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) এর সাথে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন সূচকের জন্য অংশীদার কর্মশালা হতে যে সকল ডোমেইন নির্বাচন করা হয় তা নিম্নরূপঃ

- শিক্ষা ও দক্ষতা
- স্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- কর্মসংস্থান ও সুযোগ
- সুশাসন
- শান্তি ও নিরাপত্তা

যুব কর্মশালা হতে নির্বাচিত ডোমেইনসমূহ হলোঃ

- শিক্ষা ও দক্ষতা
- স্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- কর্মসংস্থান ও সুযোগ
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ
- অন্তর্ভুক্তিকরণ ও সহনশীলতা
- শান্তি ও নিরাপত্তা

তথ্য প্রাপ্তি ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নের চারটি ডোমেইন বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এর জন্য বিবেচিত হয় এবং এ সকল ডোমেইনের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ তৈরি করা হয়।

- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য ও কল্যাণ
- কর্মসংস্থান ও সুযোগ
- অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠনকল্পে উল্লেখিত নির্বাচিত ডোমেইন সমূহের উপর ভার বা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ডোমেইনসমূহ নির্ধারনে প্রচলিত যুব উন্নয়ন সূচক যেমন- বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক যা কমনওয়েলথ কর্তৃক প্রণীত এবং আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক বিবেচনায় নেয়া হয়। নিম্নের টেবিল-১ এ কমনওয়েলথ কর্তৃক প্রণীত বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচকে বিবেচিত ডোমেইনসমূহ এবং ডোমেইনের উপর ভার বা গুরুত্ব দেখানো হলোঃ

টেবিল-১ ঃ কমনওয়েলথ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৬) এর ভার নির্ধারণ

যুব উন্নয়ন সূচক	ডোমেইন	ভার/গুরুত্ব (%)
বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৬)	ডোমেইন ১ঃ শিক্ষা	২৫%
	ডোমেইন ২ঃ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	২৫%
	ডোমেইন ৩ঃ কর্মসংস্থান	২৫%
	ডোমেইন ৪ঃ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ	১২.৫%
	ডোমেইন ৫ঃ নাগরিক অংশগ্রহণ	১২.৫%

আশিয়ান (ASEAN) যুব উন্নয়ন সূচকে চারটি ডোমেইন বিবেচনা করা হয় এবং ভার আরোপের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যা টেবিল-২ এ দেখানো হলোঃ

টেবিল-২ ঃ আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৭) এর ভার নির্ধারণ

যুব উন্নয়ন সূচক	ডোমেইন	ভার/গুরুত্ব (%)
আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৭)	ডোমেইন ১ঃ শিক্ষা	৩০%
	ডোমেইন ২ঃ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	৩০%
	ডোমেইন ৩ঃ কর্মসংস্থান	৩০%
	ডোমেইন ৪ঃ অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ	১০%

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ প্রণয়নে ভার আরোপের ক্ষেত্রে বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৬) এবং আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৭) কে বিবেচনায় নেয়া হয়। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৯) এ বিবেচিত ডোমেইনসমূহ ও ডোমেইনের ভার আরোপ নিম্নে টেবিল-৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল-৩ ঃ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৯) এ ব্যবহৃত ডোমেইনের ভার নির্ধারণ

যুব উন্নয়ন সূচক	ডোমেইন	ভার/গুরুত্ব (%)
বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক (২০১৯)	ডোমেইন ১ঃ শিক্ষা	২৫%
	ডোমেইন ২ঃ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	২৫%
	ডোমেইন ৩ঃ কর্মসংস্থান ও সুযোগ	২৫%
	ডোমেইন ৪ঃ অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তি	২৫%

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এ আশিয়ান যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৭ এর ন্যায় ৪টি ডোমেইন নির্বাচন করা হয়েছে। মোট ৪টি ডোমেইন বিবেচনায় নিয়ে প্রত্যেকটিকে সমান ভার দিয়ে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, যুব উন্নয়ন সূচক প্রণয়নে যে সকল নির্দেশককে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে সে সকল নির্দেশকসমূহের উপর সমহারে ভার আরোপ করে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠন করা হয়েছে। উপরন্ত বিভিন্ন অঞ্চল বা বিভাগসমূহে যুবদের প্রেক্ষিত বুঝার জন্য অঞ্চলভিত্তিক বা বিভাগভিত্তিক যুব উন্নয়ন সূচক প্রণয়ন করা হয়েছে। যে সকল বিভাগসমূহে এক বা একাধিক বছরের তথ্য পাওয়া যায়নি সে সকল ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য ঘাটটি পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। নতুন সৃষ্ট বিভাগের ক্ষেত্রে পুরাতন বিভাগের তথ্য ব্যবহার করে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠনকল্পে সকল অঞ্চল বা বিভাগের ডোমেইনসমূহের গড় মান ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ প্রনয়ণে সর্বমোট ৪টি ডোমেইন ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি ডোমেইনে সর্বোচ্চ ৫টি নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ডোমেইনকে শতকরা ২৫ ভাগ গুরুত্ব/ভার দেয়া হয়। তাছাড়া একটি ডোমেইনে যে সকল নির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সকল গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে প্রথমে সকল ডোমেইনের স্কোর নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে সব ডোমেইন এবং ডোমেইনের উপর প্রদত্ত ভার/গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচকের স্কোর নির্ধারণ করা হয়। একই পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে অঞ্চল বা বিভাগভিত্তিক ডোমেইন স্কোর নির্ধারণ করা হয়। বিভাগভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণে এ স্কোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশিত। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠনকল্পে তথ্যের সাধারণীকরণ (normalization) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বন্ধনীকৃত বা র‍্যাংকিং পদ্ধতি

প্রয়োগের মাধ্যমে সকল নির্দেশক সমূহের মান নির্ধারণ করা হয়েছে যা ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে। একই পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রত্যেক ডোমেইন স্কোর নির্ধারণ করা হয় যা ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে। পরবর্তীতে সকল ডোমেইনে ভারারোপ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বিক সূচকের মান নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচকের মান ০ থেকে ১ এর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ, যদি যুব উন্নয়ন সূচকের মান সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, তবে তা যুব উন্নয়নে ধনাত্মক অবদান হিসাবে নির্দেশিত হবে।

উল্লেখ্য যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো যুবদের বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে তথাপি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- মানসিক স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, রিফিউজি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ অত্যাবশ্যক।

৪ প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ও আলোচনা

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান অপেক্ষাকৃত নিচের দিকে। উল্লেখ্য, বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৬ অনুযায়ী ১৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৭ তম। বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ গঠনকল্পে বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৬ এর ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। যেহেতু বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ বাংলাদেশের যুবদের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এর ফলাফল বিশ্ব যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৬ এর তুলনায় কিছু কিছু অঞ্চল বা বিভাগে অপেক্ষাকৃত ভাল। উক্ত ফলাফলসমূহ বিভাগভিত্তিক যুব উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ প্রণয়নে যে সকল ডোমেইন ও নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সবচেয়ে খারাপ মান ও সবচেয়ে ভাল মান একটি নির্দিষ্ট বছরে কত তা ব্যবহার করে উক্ত বছরে বাংলাদেশের মান নির্ধারণ করা হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ মান ও সবচেয়ে ভাল মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভাগভিত্তিক তথ্যমান ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নের টেবিল-৪ এ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এ ব্যবহৃত সকল ডোমেইন এ যে সকল নির্দেশকসমূহ ব্যবহার হয়েছে তাদের সবচেয়ে খারাপ মান, সবচেয়ে ভাল মান এবং বাংলাদেশের গড় মান প্রদত্ত হলো।

টেবিল-৪ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকে ব্যবহৃত নির্দেশসমূহের সর্বোচ্চ মান, সর্বনিম্ন মান এবং বাংলাদেশের গড় মান

ডোমেইন	নির্দেশক	বর্ণনা	সর্বোচ্চ মান (২০১৮)	বাংলাদেশের গড় মান (২০১৮)	সর্বনিম্ন মান (২০১৮)

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	সাম্প্রতিক অসুস্থ্যতা/ আঘাত, ক্ষতি বা জখম (%)	সকল যুব যাদের বয়স ১৮-৩৫ বছর তাদের শতকরা কত ভাগ গত ৩০ দিনে অসুস্থ্যতা/আঘাত, ক্ষতি বা জখম এ ভূগেছে।	২৩.৬	১৮.১	১৩.৫
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	পরিবার পরিকল্পনা (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যে সকল যুব বিবাহিত তাদের শতকরা কত ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছে।	৪৮.৩	৬২.৯	৮২.৪
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যে সকল বিবাহিত নারী বাচ্চা জন্মদান করেছে তাদের শতকরা কত ভাগ গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করেছে।	২৮.৮	৬৩.৯	৮৫.৬
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা/ প্রবেশ (%)	এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে যে সকল যুব গত ৩০ দিনে অসুস্থ্যতায় ভূগেছিল তাদের শতকরা কত ভাগ স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছিল তার হিসাব।	৭৭.৪	৮৮.৬	৯৬.৪
স্বাস্থ্য ও কল্যাণ	কিশোর প্রজনন হার (%)	প্রজনন হার প্রতি ১০০০ জন (যাদের বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছর)	১৩০	১০৮	৮৬
শিক্ষা	স্বাক্ষরতার হার (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের শতকরা কত ভাগ লিখতে পারে, পড়তে পারে অথবা উভয়ই	৭৩.৬	৮১.৬	৮৮.৫
শিক্ষা	কম্পিউটার মালিকানা (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবরা যে সকল পরিবারে বসবাস করে সে সকল পরিবারের শতকরা কত ভাগের কম্পিউটার মালিকানা রয়েছে	২	৩.৯৯	৪.৯
শিক্ষা	গড় শিক্ষা বছর	১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের গড় শিক্ষা বছর	৫	৬.২	৬.৯

শিক্ষা	প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের শতকরা কত ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে	৭২.১	৮২.৮	৯০.৩
কর্মসংস্থান ও সুযোগ	সামাজিক নিরাপত্তায় অভিগম্যতা/ প্রবেশ (%)	১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবরা যে সকল পরিবারে বসবাস করে তাদের শতকরা কত ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে লাভবান হয়েছেন	০.৮	৩.১	৭.৮
কর্মসংস্থান ও সুযোগ	সাম্প্রতিক কর্ম নিয়োগ (%)	বিগত ৭ দিনে শতকরা কত ভাগ যুব (যারা ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড/আয় বর্ধনমূলক কাজ করেছে	৩৮.৬	৪৩.০৭	৪৫.৬
কর্মসংস্থান ও সুযোগ	আত্ম-নির্ভরশীল কর্মসংস্থান (%)	শতকরা কত ভাগ যুব (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর) আত্মনির্ভরশীল কর্মকান্ডে জড়িত	১৬.৮	২০.৫	৩০.৩
কর্মসংস্থান ও সুযোগ	বেকার (%)	যে সকল যুব (১৮ থেকে ৩৫ বছর) কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু বিগত ৭ দিনে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিল না	৭.৬	৪.৯	৩
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	লেট্রিন ব্যবহারে অভিগম্যতা/ প্রবেশ (%)	শতকরা কত ভাগ যুব (১৮ থেকে ৩৫ বছর) উন্নত পায়খানা/ লেট্রিন ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে উন্নত লেট্রিন বলতে স্যানিটারী লেট্রিন যেখানে পানি নিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে তা বিবেচনায় নেয়া হয়	২৪.১	৪১.৯	৫২.৬
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে	শতকরা কত ভাগ যুব (১৮ থেকে ৩৫ বছর) উন্নত খাবার পানির উৎস ব্যবহার	৯০.৫	৯৫.৭	৯৯.৮

	অভিগম্যতা ও প্রবেশ (%)	করে। এক্ষেত্রে টিউবওয়েল ও পাইপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত খাবার পানি বুঝায়			
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	ইন্টারনেট/ ই-মেইল ব্যবহারে অভিগম্যতা/ প্রবেশ (%)	শতকরা কত ভাগ যুব (১৮ থেকে ৩৫ বছর) ইন্টারনেট/ই-মেইল ব্যবহার করে	৫.৬	৯.৫	১১.৭
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	বাল্যবিবাহ (%)	এক্ষেত্রে সকল বালক বালিকা যথাক্রমে ২১ এবং ১৮ বছরের নিচে তাদের শতকরা কত ভাগ বাল্যবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে	৯.৫	৭.৬	৪.৩

৫ ডোমেইনের ফলাফল

ডোমেইন ফলাফলের জন্য আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য (Raw Data) ব্যবহার করে বাংলাদেশের যুবদের (যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছর) জন্য ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সাধারণীকরণ হয়েছে যা বিভিন্ন অঞ্চল বা বিভাগের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

৫.১ ডোমেইন ১ঃ স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

সাম্প্রকিত অসুস্থ্যতার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, যুবদের মধ্যে অসুস্থ্য/ক্ষত, জখম বা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৫ সালে যুবদের অসুস্থ্যতার হার ছিল শতকরা ১৩ ভাগ যেখানে ২০১৬ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৭ ভাগে পৌছায়। বিভাগভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, খুলনা বিভাগে অসুস্থ্যতার হার বৃদ্ধি পায় ১০ পারসেন্টেজ পয়েন্ট (২০১৬ এবং ২০০৫ এর তথ্য অনুযায়ী)। অর্থাৎ, ২০০৫ সালে যুবদের মধ্যে অসুস্থ্যতার হার ছিল মাত্র শতকরা ১০ ভাগ যা ২০১৬ সালে ২০ ভাগে পৌছায়। ঢাকা বিভাগে যুবদের অসুস্থ্যতার হার স্থির। ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী নারী যুবদের মধ্যে অসুস্থ্যতার হার পুরুষ যুবদের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে গ্রামের যুবদের মধ্যে অসুস্থ্যতার হার শহুরে যুবদের তুলনায় বেশী পাওয়া যায়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার যে সকল যুব ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স এবং বিবাহিত তাদের মধ্যে দেখা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ২০০৪ সালে বিবাহিত যুবদের শতকরা ঊনপঞ্চাশ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার

করে। তথাপি, অঞ্চল ভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ২০০৪ সালে রাজশাহী বিভাগের বিবাহিত যুবদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সর্বোচ্চ ব্যবহার (শতকরা ৬০ ভাগ) লক্ষ্য করা যায়। সর্বনিম্ন ব্যবহারকারী পাওয়া যায় সিলেট বিভাগে যেখানে শতকরা ২৫ ভাগ বিবাহিত যুব জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

২০১৪ এর তথ্য অনুযায়ী বিবাহিত যুবদের শতকরা ঊনষাট ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। ২০১৪ সালেও অঞ্চলভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, রংপুর বিভাগের বিবাহিত যুবদের মধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা যায় যা সর্বোচ্চ ব্যবহার। অপরদিকে, সিলেট বিভাগের বিবাহিত যুবদের শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। নারী যুবদের তুলনায় পুরুষরা এ পদ্ধতি বেশি ব্যবহার করে থাকে। আবার শহুরে যুবদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার গ্রামের যুবদের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হয়।

বিবাহিত নারী যুবদের মধ্যে যারা গর্ভধারণ করে বাচ্চা প্রসব করেছে তাদের মধ্যে শতকরা কত ভাগ গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহন করেছে এ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ২০০৫ সালে শতকরা ৬৯ ভাগ গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছে। ২০০৫ সালে তথ্য অনুযায়ী, ব্যবহারের দিক থেকে সর্বোনিম্ন ব্যবহারকারী পাওয়া যায় বরিশাল বিভাগে যেখানে শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগ প্রসূতি নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী (শতকরা ৭৮ ভাগ) পরিলক্ষিত হয়। ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, শতকরা ৬৭ ভাগ প্রসূতি নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়। অর্থাৎ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে ২০০৫ এবং ২০১০ সালের মধ্যে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি; বরং কিছুটা কমেছে। ২০১০ সালেও চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী (শতকরা ৭৬ ভাগ) পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী পাওয়া যায় ঢাকা বিভাগে যেখানে মাত্র শতকরা ৫৬ ভাগ প্রসূতি নারী গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আরো বলা যায় যে, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সিলেট বিভাগে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও সিলেট বিভাগের অবস্থা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় নাজুক। শহুরে বিবাহিত নারী যুবরা গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে গ্রামের বিবাহিত নারী যুবদের তুলনায়।

শতকরা কত ভাগ অসুস্থ্য যুব (যে সকল যুব ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স এবং বিগত ৩০ দিনে অসুস্থ্যতায় ভূগেছে) স্বাস্থ্য সেবা নিয়েছে তার হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ২০০৫ সালে শতকরা ৮৪ ভাগ অসুস্থ্য যুব স্বাস্থ্য সেবা নেয়। ২০১০ সালে তা উন্নীত হয়ে শতকরা ৯২ ভাগে পৌছায়। যদিও ২০১৬ সালে তা কমে শতকরা ৮৬ ভাগে নেমে আসে। বিভাগ ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০০৫ সালে সিলেট বিভাগের যুবরা অসুস্থ্য হলে সবচেয়ে বেশি ডাক্তার বা স্বাস্থ্য সেবা নেয় (শতকরা ৯৬ ভাগ)। উক্ত সময়ে সর্বনিম্ন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনকারী যুব

পাওয়া যায় রাজশাহী বিভাগে যেখানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অসুস্থ্য যুব স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে থাকে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বলা যায় বাংলাদেশের সকল বিভাগে এ সংশ্লিষ্ট চিত্র প্রায় একই। তন্মোধ্যে, চট্টগ্রাম একটু ব্যতিক্রমধর্মী যেখানে স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে অনেক অবনতি পরিলক্ষিত হয়। উপরন্ত, চট্টগ্রাম বিভাগে যুবদের মধ্যে নারী যুবরা অসুস্থ্য হলে স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার প্রবণতা পুরুষ অসুস্থ্য যুবদের তুলনায় অনেক বেশি। উল্লেখ্য, রংপুর বিভাগে এর উল্টো চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

কিশোরী প্রজনন হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সকল যুবরা ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়স এবং বিবাহিত তাদের মধ্যে প্রতি ১০০০ জনে কতটি শিশু জন্মদান করে তা বিবেচিত হয়। ২০১৭ সালের বিশ্বব্যাংক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান এক্ষেত্রে ৩৩ তম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে। অঞ্চলভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঢাকা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় অনেক সফলতা অর্জন করেছে। ঢাকা বিভাগে ২০১৪ সালে প্রতি ১০০০ জনে ১১৩ টি শিশুর পরিবর্তে ২০১৮ সালে তা ৯৯ টিতে নেমে আসে। অপরদিকে, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে এর বিপরীত ফলাফল পরিলক্ষিত হয়।

৫.২ ডোমেইন ২ঃ শিক্ষা

যুব স্বাক্ষরতা অর্জনে বাংলাদেশ বেশ সফলতা অর্জন করেছ। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যানিক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ যুব স্বাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৬৫ ভাগ। ২০১৬ সালে যুব স্বাক্ষরতা উন্নীত হয় শতকরা ৭৯ ভাগে। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যানিক তথ্যানুযায়ী, বরিশাল বিভাগে যুব স্বাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি (শতকরা ৭৪ ভাগ) এবং সর্বনিম্ন যুব স্বাক্ষরতার হার পাওয়া যায় রাজশাহী বিভাগে (শতকরা ৫৯ ভাগ)। সিলেট বিভাগও যুব স্বাক্ষরতা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, বরিশালের শতকরা প্রায় ৮৭ ভাগ যুব স্বাক্ষরতা অর্জন করেছে যা সকল বিভাগ সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ যেখানে যুব স্বাক্ষরতার হার ৭২ ভাগ। ময়মনসিংহ বিভাগেও যুব স্বাক্ষরতার দিকে অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে। যুব স্বাক্ষরতা অর্জনে জেন্ডার সমতা পরিলক্ষিত হলেও শহুরে যুবদের স্বাক্ষরতার হার গ্রামের যুবদের তুলনায় বেশি।

কম্পিউটার মালিকানায় বাংলাদেশ কিছুটা সফলতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবরা যে সকল পরিবারে বসবাস করে সে সকল পরিবারে কম্পিউটার আছে কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। ২০০৫ সালের তথ্যানুযায়ী গড়ে মাত্র শতকরা ১.৬২ ভাগ পরিবারের নিজস্ব কম্পিউটার আছে। ২০১৬ সালে তা উন্নীত হয় শতকরা ৩.৩৮ ভাগে। কম্পিউটার মালিকানা ও ব্যবহারের দিক থেকে পুরুষ যুবরা নারী যুবদের থেকে এগিয়ে রয়েছে। ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী, কম্পিউটার মালিকানা ও ব্যহারে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। ঢাকা বিভাগে বসবাসরত যুবদের মধ্যে কম্পিউটার মালিকানা ও ব্যবহার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি। এক্ষেত্রে

সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে রংপুর বিভাগ যেখানে মাত্র শতকরা ১.৯৬ ভাগ যুব যে সকল পরিবারে বসবাস করে তাদের কম্পিউটার রয়েছে।

যুবদের গড় শিক্ষা বছর পরিমাপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রসরমান যদিও গড় শিক্ষা বছর এখনও অনেক নিচে অবস্থান করছে। উদাহরনস্বরূপ, ২০০৫ সালে বাংলাদেশের যুবদের গড় শিক্ষা বছর ছিল ৫.২ বছর। ২০১৬ সালে গড় শিক্ষা বছর উন্নীত হয় ৬.১ বছরে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে যুবদের শিক্ষা অর্জনে অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য পাওয়া যায়। বরিশালে অঞ্চল এ দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ, বরিশালের যুবদের গড় শিক্ষা বছর ৬.৮ বছর যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। অপরদিকে, শিক্ষা অর্জনে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে সিলেট বিভাগের যুবরা যাদের গড় শিক্ষা বছর ৫ বছর মাত্র। পিছিয়ে থাকার দিক থেকে ময়মনসিংহ বিভাগ রয়েছে ২য় স্থানে যেখানে গড় শিক্ষা বছর ৫.৪। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে জেন্ডার অসমতা পরিলক্ষিত হলেও ২০১৬ সালে জেন্ডার সমতা লক্ষণীয়। ২০০৫ সালে নারী যুবদের গড় শিক্ষা বছর ছিল ৪.৮ বছর যেখানে পুরুষ যুবদের ছিল ৫.৭ বছর। ২০১৬ সালে পুরুষ ও নারী উভয় যুবদের গড় শিক্ষা বছর ৬.১। যদিও নারী ও পুরুষ যুব শিক্ষা অর্জনে সমতা আনয়নে সক্ষম হয়েছে তথাপি গ্রাম ও শহরে বসবাসরত যুবদের মধ্যে শিক্ষা অর্জনে পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ, শহুরে যুবরা শিক্ষা অর্জনে গ্রামের যুবদের চেয়ে খানিকটা এগিয়ে রয়েছে।

শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। যুবদের জন্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ২০০৫ সালে বাংলাদেশের যুবদের শতকরা ৬৩ ভাগ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে। ২০১৬ সালে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে যুবদের শিক্ষা অর্জন উন্নীত হয় শতকরা ৮০ ভাগে। যদিও ২০০৫ সালে পুরুষ যুবরা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে বেশী শিক্ষা অর্জন করত নারী যুবদের তুলনায়। ২০১৬ সালে তা জেন্ডার সমতা স্থাপনে সক্ষম হয়। যুবদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল ও খুলনা বিভাগ। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ যেখানে শতকরা ৭২ ভাগ যুব প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে শিক্ষা অর্জন করে।

৫.৩ ডোমেইন ৩ঃ কর্মসংস্থান ও সুযোগ

বাংলাদেশ যুবদের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানে সামান্যতম সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০৫ সালের পরিসংখ্যানিক তথ্য অনুযায়ী শতকরা ১.৯৬ ভাগ যুব যে সকল পরিবারে বসবাস করছে তারা সামাজিক নিরাপত্তা সুযোগ ভোগ করছে। ২০১৬ সালে তা উন্নীত হয়ে শতকরা ২.৬৭ ভাগে পৌছায়। সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ভোগে জেন্ডার বৈষম্য কমার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বরিশাল বিভাগের যুবরা সর্বোচ্চ সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধায় অন্তর্ভূক্ত। প্রায় শতকরা ৭ ভাগ যুব বরিশাল বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা

সুবিধা ভোগ করে। সর্বনিম্ন সুবিধাভোগী পাওয়া যায় ময়মনসিংহ বিভাগে যেখানে শতকরা ১ ভাগের নিচে যুব সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধায় অন্তর্ভূক্ত।

গত ৭ দিনে কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিল না এ তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাংলাদেশে যুবদের অবস্থান ২০১৬ সালে প্রায় অপরিবর্তনীয় ২০০৫ সালের তুলনায়। ২০০৫ সালে প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ যুব কোন না কোন আয় বর্ধনমূলক কাজে জড়িত ছিল। ২০১৬ সালে তা সামান্য উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগে। এক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য প্রকট মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী শতকরা ৮০ ভাগের উপরে পুরুষ যুবরা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত যেখানে মাত্র শতকরা ১১ ভাগ নারী যুব অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত। অঞ্চল ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, রংপুর বিভাগের যুবরা সবচেয়ে বেশী আয় বর্ধনমূলক কাজে জড়িত। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ। ঢাকা বিভাগ ব্যতীত সকল বিভাগেই গ্রাম ও শহুরে যুবদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন প্রায় সমান। ঢাকা বিভাগে যে সকল যুব শহরে বসবাস করে তাদের আয় বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহন গ্রামে বসবাসরত যুবদের তুলনায় প্রায় ৫ পারসেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

বেকারত্বের হার সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় বেকারত্ব প্রায় ২ শতকরা পয়েন্ট বৃদ্ধি পায়। উপরন্ত, পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় দ্বিগুণ।

স্ব-নিয়োজিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুবদের অংশগ্রহন অতি সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১০ সালে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুবদের মধ্যে প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ যুব স্ব-নিয়োজিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিল। ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় শতকরা ২০ ভাগে পৌঁছায়। ২০১০ সালে জেন্ডার বৈষম্য স্ব-নিয়োজিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অনেকটা প্রকট ছিল। অর্থাৎ, স্ব-নিয়োজিত কর্মে পুরুষ যুবরা নারী যুবদের তুলনায় প্রায় ৬ গুণ বেশি নিয়োজিত ছিল। ২০১৬ সালে তা ৩ গুণে নেমে আসে। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক সময়ে নারী যুবরা স্ব-নিয়োজিত কর্মে বেশি মাত্রায় নিয়োজিত হচ্ছে। রাজশাহী বিভাগের যুবরা সবচেয়ে বেশি স্ব-নিয়োজিত কর্মে নিয়োজিত। রাজশাহী বিভাগের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ যুব স্ব-নিয়োজিত কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিভাগ যেখানে প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ যুব স্ব-নিয়োজিত কর্মে যুক্ত।

৫.৪ ডোমেইন ৪ঃ অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ

অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ডোমেইনে যে সকল নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলোঃ যুবদের উন্নত পায়খানা ব্যবহারে অভিগম্যতা বা প্রবেশ। যুবদের মান সম্মত খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা, ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহার এবং বর্তমান বাল্যবিবাহ যাদের বয়স ১৮ বছরের কম (মেয়েদের ক্ষেত্রে) এবং ২১ বছরের কম (ছেলেদের ক্ষেত্রে)।

২০০৫ থেকে ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী বলা যায়, উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারে বাংলাদেশ সামন্যতম সফল। এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের যুব যে সকল পরিবারে বসবাস করে তাদের উন্নত পায়খানা ব্যবহারের মাত্রা কেমন তা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৩৭ ভাগ যুব উন্নত পায়খানা ব্যবহার করে। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ যুব উন্নত পায়খানা ব্যবহার করে। উন্নত পায়খানা ব্যবহারে জেন্ডার বৈষম্য না থাকলেও আঞ্চলিক বৈষম্য প্রকট। কেননা, ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা বিভাগের প্রায় ৫০ ভাগ যুব উন্নত পায়খানা ব্যবহার করে যা সকল বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে সবচেয়ে নিম্ন অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ যেখানে মাত্র শতকরা ২২ ভাগ যুব উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সিলেট বিভাগ উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করেছে। কেননা, ২০০৫ সালে সিলেটের শতকরা ২০ ভাগ যুব উন্নত পায়খানা ব্যবহার করত যা ২০১৬ সালে উন্নীত হয় প্রায় শতকরা ৩৯ ভাগে। চট্টগ্রাম বিভাগে যুবরা উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারে অবনতি লক্ষ্য করা যায়। শহুরে যুবদের উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহার গ্রামের যুবদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি।

যুবদের উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা বা প্রবেশ অনেকটাই সন্তুষ্টিজনক। ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৯৭ ভাগ যুব উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে প্রবেশাধিকার রয়েছে। যদিও ২০১৬ সালে তা সামান্য কমে দাঁড়ায় শতকরা ৯৬ ভাগে। সকল বিভাগের ক্ষেত্রেই একই ফলাফল পাওয়া গেলেও সিলেট বিভাগ এর ব্যতিক্রম যেখানে ২০১৬ সালে প্রায় ৫ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কমে যায় ২০০৫ এর তুলনায়। খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতার দিক থেকে শহর ও গ্রামের মধ্যে কিংবা পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় না।

ইন্টানেট/ই-মেইল ব্যবহারে বাংলাদেশের যুবরা (১৮ থেকে ৩৫ বছর) অগ্রসরমান। ২০০৫ সালে মাত্র শতকরা ০.৩ ভাগ যুব ই-মেইল/ইন্টারনেট ব্যবহার করত। ২০১৬ সালে তা প্রায় শতকরা ৯ ভাগে পৌছায়। ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহারে পুরুষ যুবরা নারী যুবদের চেয়ে খানিকটা এগিয়ে। ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে খুলনা বিভাগ যেখানে প্রায় শতকরা ১১ ভাগ যুব কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগে (মাত্র শতকরা ৪ ভাগ)। উক্ত সময়ে চট্টগ্রাম বিভাগে যুবদের ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শহুরে যুবরা গ্রামের যুবদের তলনায় ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহার করে প্রায় দ্বিগুণ।

যে সকল নারী ১৮ বছরের নিচে এবং যে সকল পুরুষ ২১ বছরের নিচে তাদের মধ্যে শতকরা কতভাগ বিয়ে করেছে তা বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো

সন্তোষজনক নয়। কেননা, ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রায় শতকরা ৬.৬ ভাগ আইনি বয়সের আগেই বিয়ে করে। ২০১৬ সালে তা সামন্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭.৫ ভাগে পৌছায়। রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে বাল্যবিবাহ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। পুরুষদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ খুবই কম (শতকরা ১.৬ ভাগ) হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্য বিবহ খুবই প্রকট (শতকরা ১৩.৫ ভাগ)।

৬ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ রিপোর্ট তৈরির প্রাক্কালে বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে যুব উন্নয়নে কিরূপ ভূমিকা রাখছে তা আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়কে বিবেচনায় নেয়া হয়। যুব উন্নয়ন সূচকের স্কোর ০ থেকে ১ এর মধ্যে গণনা করা হয়। উক্ত সময় বিবেচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ যুব উন্নয়নে অগ্রসরমান ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচকের মান ছিল ০.৪৭ যা ২০১৮ সালে উন্নীত হয় ০.৫৭। প্রতি বছর গড়ে শতকরা ৪.৩ ভাগ ধনাত্মক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

যে চারটি ডোমেইন যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ রিপোর্টে ব্যবহৃত হয়, তন্মোধ্যে ২০১৮ সালে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে রয়েছে যুব শিক্ষা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে যুবদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। একমাত্র কর্মসংস্থান ও সুযোগ ক্ষেত্রে যুবদের অবস্থান ২০১৮ সালে সর্বনিম্ন, এমনকি ২০১৩ সালের তুলনায় সামান্য কম। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ক্ষেত্রে যুবদের উন্নয়ন অগ্রসরমান বলে প্রতীয়মান হয়।

চিত্র-১ ঃ বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক

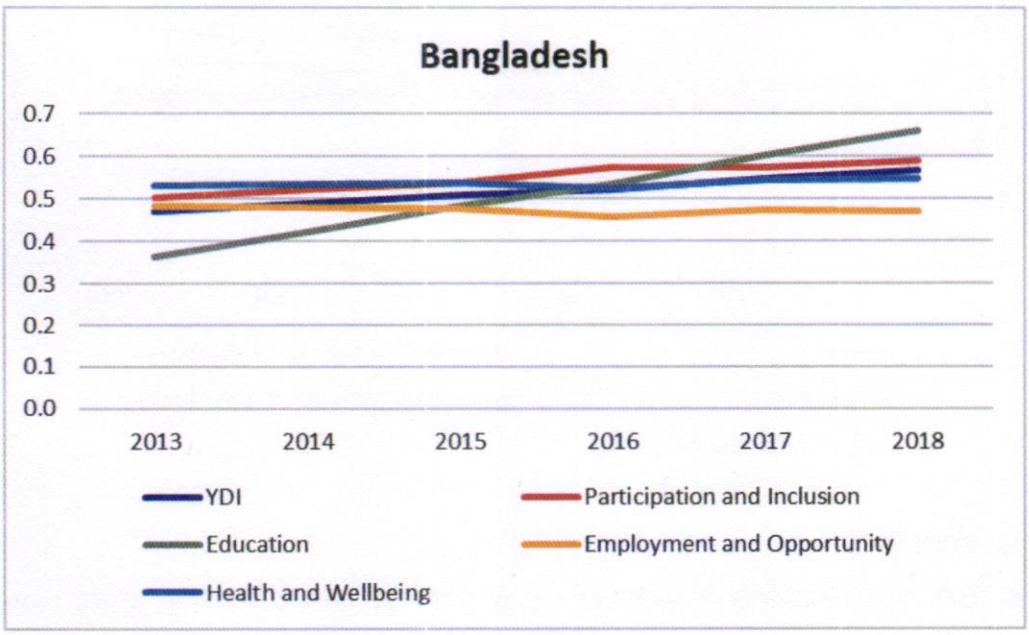

৭ বিভাগভিত্তিক ফলাফল

৭.১ বরিশাল বিভাগ

সার্বিক ফলাফলের ভিত্তিতে বরিশাল বিভাগ যুব উন্নয়ন সূচকে সর্বোচ্চ ৩য় স্থানে রয়েছে। বরিশাল বিভাগের সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৮ সালে ০.৫৮ যা বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন সূচক এর মানের তুলনায় সামান্য বেশি। বরিশাল বিভাগে যুব উন্নয়ন সূচকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শিক্ষা। শিক্ষায় বিবেচিত সকল নির্দেশকসমূহে সময় বিবেচনায় উন্নতি লক্ষ্যণীয়। বরিশাল বিভাগ যুবদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নতি সাধনে তেমন কোন ভূমিকা রাখছেনা। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ডোমেইনের মান কম। তথাপি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ও কিশোরী প্রজনন হারে কিছুটা সফলতা পরিলক্ষিত হয়। বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে নিম্ন অবস্থান লক্ষ্য করা যায় যুবদের কর্মসংস্থান ও সুযোগ ডোমেইনে। এক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগের অবস্থান ৮ টি বিভাগের মধ্যে ৮ম। পলিসি প্রণয়নে এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ডোমেইনে উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা/প্রবেশ এবং বাল্যবিবাহ ক্ষেত্রে কিছুটা অবনতি পাওয়া যায়।

চিত্র-২ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ বরিশাল বিভাগ

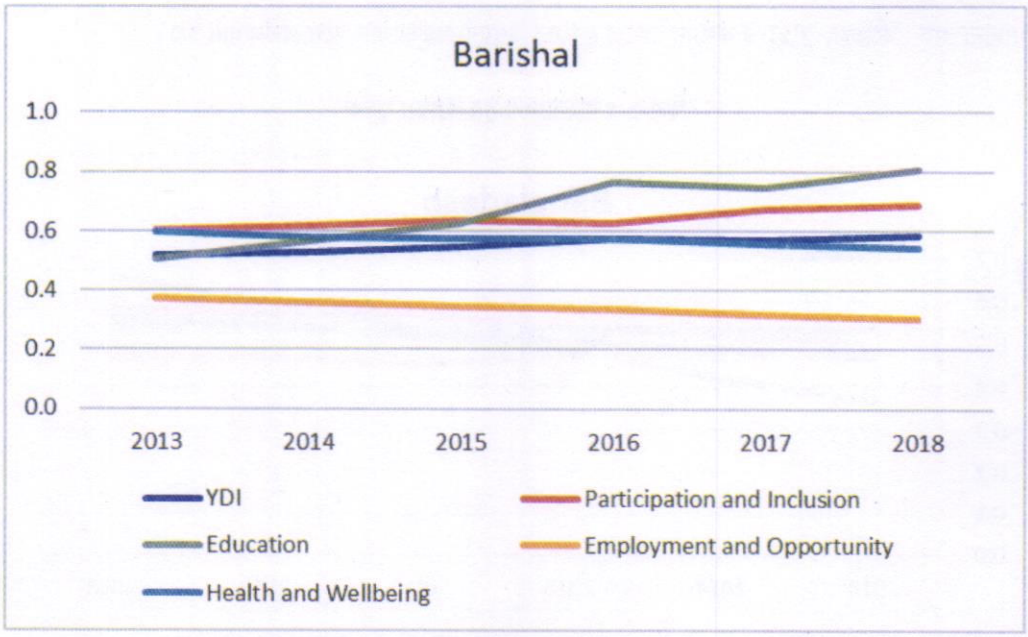

৭.২ চট্টগ্রাম বিভাগ

যুব উন্নয়ন সূচকে চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থান ৫ম। ২০১৩ সালের যুব উন্নয়ন সূচকের মানের তুলনায় ২০১৮ সালের যুব উন্নয়ন সূচকের মান বেশি। অর্থাৎ, চট্টগ্রাম বিভাগ সময়ের সাথে সাথে যুব উন্নয়নে অগ্রসরমান ভূমিকা

রেখে যাচ্ছে। তথাপি, চট্টগ্রাম বিভাগ যুব উন্নয়নে বাংলাদেশের সার্বিক যুব উন্নয়নের তুলনায় পিছিয়ে। চট্টগ্রাম বিভাগের সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচকের মান ০.৫৪ যা বাংলাদেশের সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচক মানের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বিভাগে যুব উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে যুব কর্মসংস্থান ও সুযোগ এবং শিক্ষা। যুব কর্মসংস্থান ও সুযোগ ডোমেইনে বিবেচিত নির্দেশসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে যুবদের আয় বর্ধমানমূলক কাজে অংশগ্রহন এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থান। উল্লেখ্য, শিক্ষা ডোমেইনে ব্যবহৃত চারটি নির্দেশকই যুব উন্নয়নে অগ্রসরমান ভূমিকা রেখে চলছে। তাছাড়া, কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে চট্টগ্রাম বিভাগের অবদান সর্বোচ্চ। যুবদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থান সর্বনিম্ন। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে এ বিষয়টি বিবেচনার জোর দাবি রাখে।

চট্টগ্রাম বিভাগ যুবদের অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সময়ের ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে যুবদের ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিগম্যতা বা প্রবেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ও খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা এবং বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে অবস্থান কিছুটা নিম্নমুখী।

চিত্র-৩ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ চট্টগ্রাম

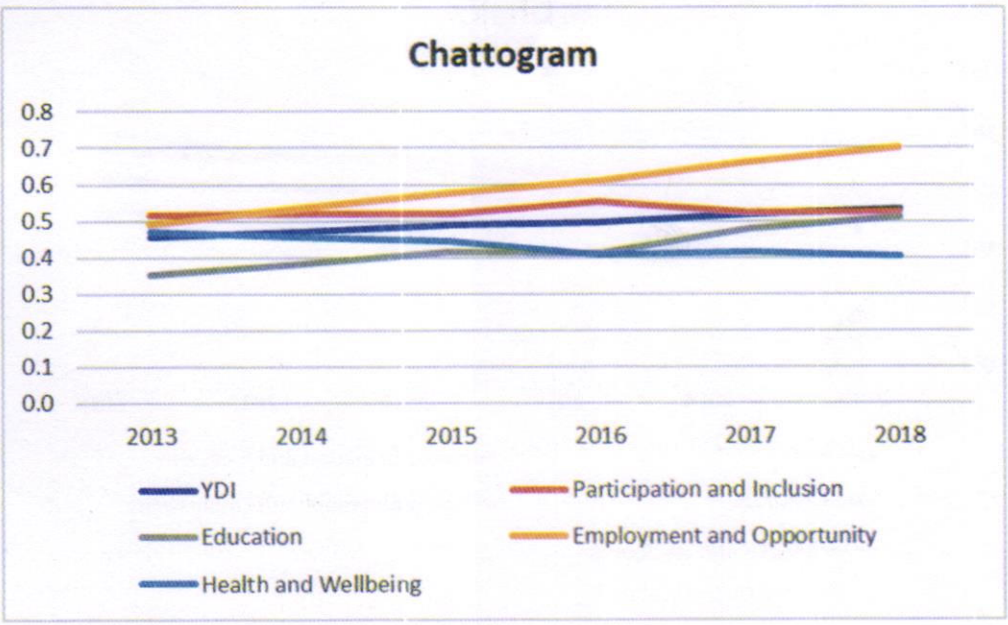

৭.৩ ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগ যুব উন্নয়ন সূচকে ১ম স্থান অর্জনকারী বিভাগ। ঢাকা বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচকের মান ০.৬৪ যা যুব উন্নয়ন সূচকের মানের চেয়ে ০.০৭ বেশি। যুব উন্নয়ন সূচকে ব্যবহৃত চারটি ডোমেইনেই ঢাকা বিভাগের

উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে যুব শিক্ষা। যদিও স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ডোমেইনের মান উর্ধ্বগামী, কিছু নির্দেশকের মান যেমন- গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা বা প্রবেশ এবং যুবদের অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে নিম্নগামী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিভাগের অবস্থান সর্বনিম্ন যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশিত।

শিক্ষা ডোমেইনে ব্যবহৃত সকল নির্দেশকসমূহের মান উর্ধ্বগামী। তথাপি, প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে যুবদের শিক্ষা অর্জন বিষয়ের মান অন্যান্য নির্দেশকের তুলনায় কম।

যদিও ঢাকা বিভাগ সকল ডোমেইনে সফলতার সাথে অগ্রসরমান ভূমিকা রাখছে। তথাপি, কর্মসংস্থান ও সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে যুবদের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্কোর তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া, ঢাকা বিভাগ আরো দু'টো বিষয়ে বিশেষ নজরের দাবি রাখেঃ উন্নত খাবার পানীয় ব্যবহারে যুবদের অভিগম্যতা এবং বাল্যবিবাহ। কেননা, এ দু'টো ক্ষেত্রে সময়ের ব্যবধানে খানিকটা অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র-৪ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ ঢাকা বিভাগ

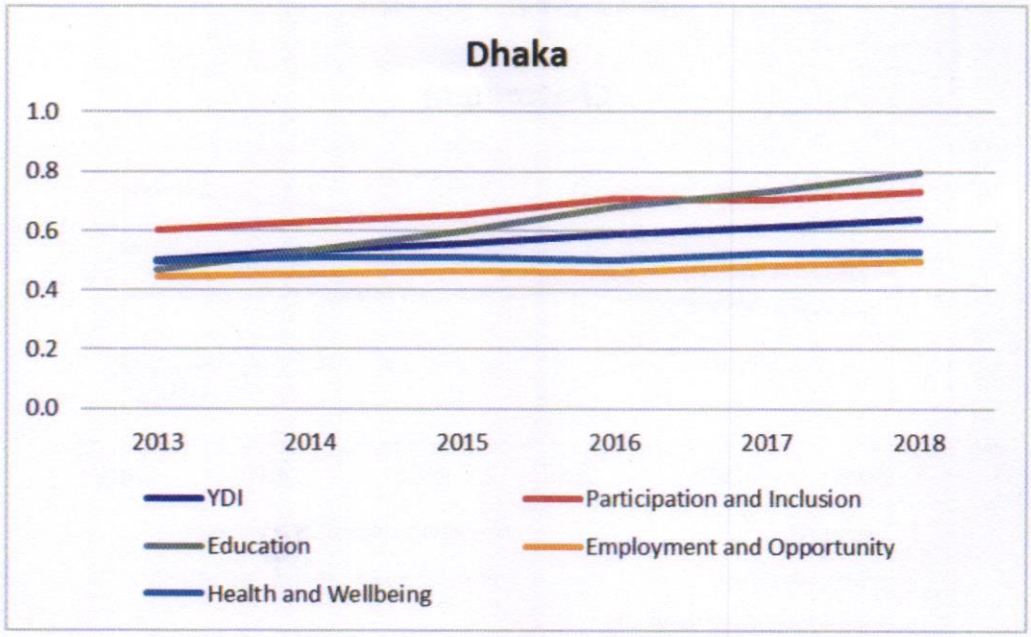

৭.৪ খুলনা বিভাগ

যুব উন্নয়ন সূচকে খুলনা বিভাগের অবস্থান দ্বিতীয়। খুলনা বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচক মান ০.৬১। খুলনা বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাখছে যুব শিক্ষা এবং যুবদের অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক

উন্নয়ন। স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ডোমেইন সময়ের ব্যবধানে খানিকটা অগ্রসরমান। তবে অসুস্থ্যতা/ ইনজুরির ক্ষেত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান খারাপের দিক থেকে দ্বিতীয়। তাছাড়া, বিবাহিত যুবদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ও কিশোরী প্রজনন হারের ক্ষেত্রে সামান্যতম সফলতা অর্জন করলেও এ ক্ষেত্রে খুলনা বিভাগের স্কোর অপেক্ষাকৃত কম যা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সাহায্য করবে। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী খুলনা বিভাগ যুব স্বাক্ষরতা, গড় শিক্ষা অর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে শিক্ষা অর্জন বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। কিন্তু যুব কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে খুলনা বিভাগের অবনতি লক্ষ্যণীয়। যুবদের অংশগ্রহন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা যুবদের ইন্টারনেট বা ই-মেইল ব্যবহারে অভিগম্যতা বা প্রবেশ। ২০১৮ সালে ইন্টারনেট/ই-মেইল ব্যবহারে খুলনা বিভাগের যুবরা সবচেয়ে বেশি অগ্রসরমান। উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে যুবদের অভিগম্যতা এবং বাল্যবিবাহ নিরোধে এ বিভাগে নজরদারি বাড়াতে হবে।

চিত্র-৫ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ খুলনা বিভাগ

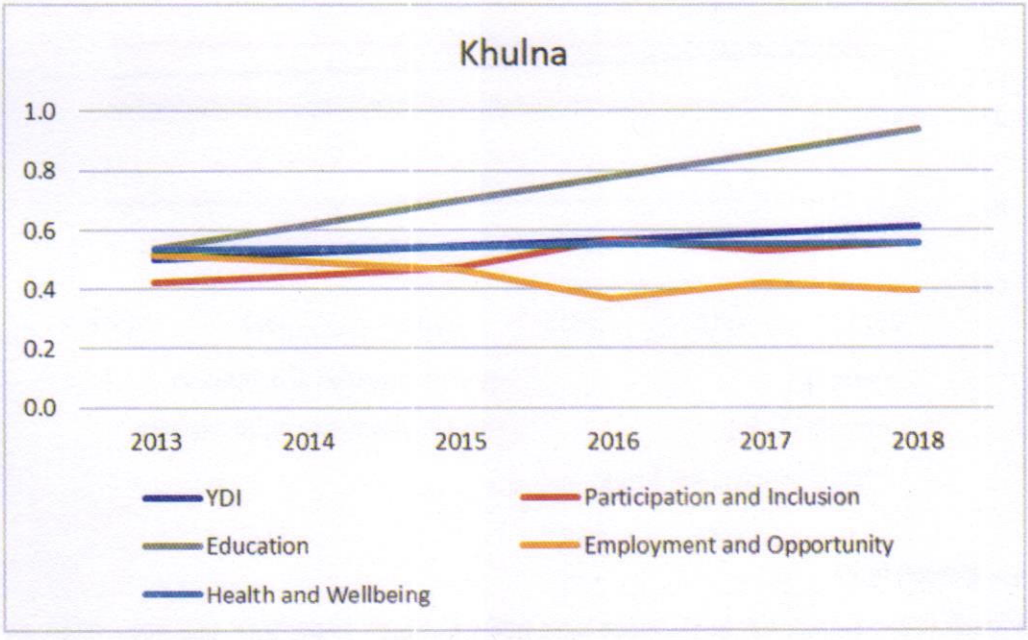

৭.৫ ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ নতুন বিভাগ হওয়ায় তথ্যের ক্ষেত্রে অনেক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে এক বছরে তথ্য পাওয়া গেছে সেক্ষেত্রে উক্ত তথ্যকে সময়ের ব্যবধানে স্থির ধরা হয়েছে। আর যে সকল ক্ষেত্রে আলাদাভাবে তথ্য পাওয়া যায়নি সে সকল ক্ষেত্রে ঢাকা বিভাগের তথ্যকে ময়মনসিংহ বিভাগের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগের ক্ষেত্রে তথ্য ঘাটতির কারণে যুব উন্নয়ন

সূচক পরিমাপে কোন সময় রেখা দেখানো হয়নি। অধিকন্তু, একাধিক বছরের তথ্য ছাড়া সময় রেখা নির্ধারণ করলে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি দেখা দেয়। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উন্নয়নে যুবদের অবস্থান ৬ষ্ঠ। তাছাড়া, বিশেষকরে গর্ভকালীন মায়েদের স্বাস্থ্য সেবায় অভিগম্যতা বা প্রবেশে এবং কিশোরী প্রজনন হার বিষয়ে ময়মনসিংহ বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। একইভাবে বলা যায় যে, ময়মনসিংহ বিভাগের যুবরা শিক্ষা অর্জনে অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বিষয়টি গুরুত্বের সংগে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদিও ময়মনসিংহ বিভাগের যুবরা উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা সন্তুষ্টিজনক হলেও উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহার এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে অনেক উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

চিত্র-৬ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ ময়মনসিংহ বিভাগ

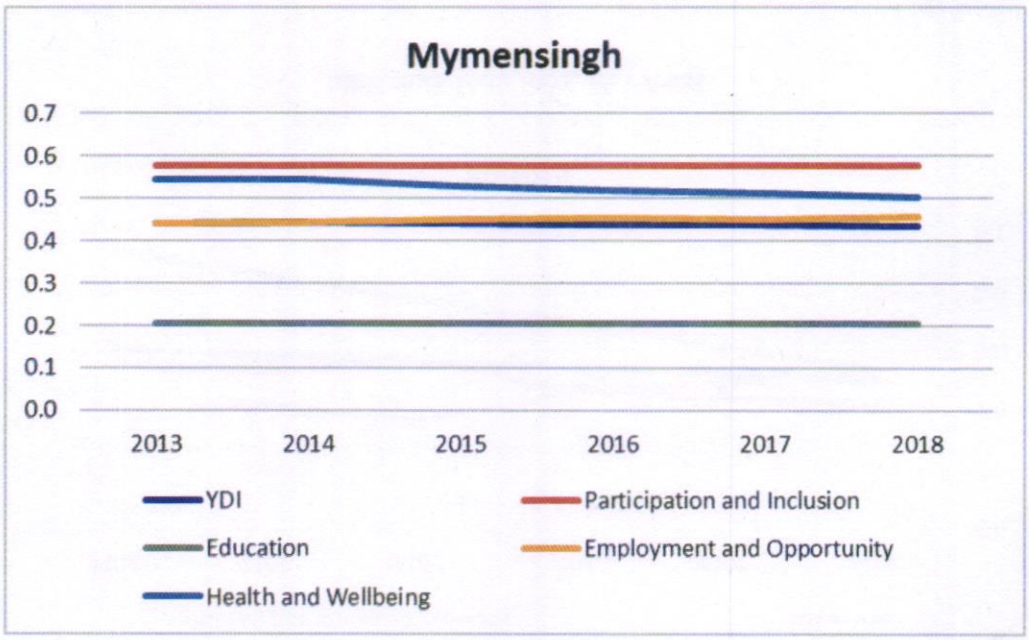

৭.৬ রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচকে উন্নতি লাভ করে। সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচকের মান ০.৫৭ যা বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচকের সমান। অঞ্চলভিত্তিক যুব উন্নয়ন সূচকে রাজশাহী বিভাগের অবস্থান ৪র্থ। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ডোমেইন। বিবাহিত যুবদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহনের ক্ষেত্রে রাজশাহী বিভাগের যুবরা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু যুবদের মধ্যে অসুস্থ্যতা/ইনজুরি এবং কিশোরী প্রজনন হারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিম্ন অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ যা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে গুরুত্বের সাথে

বিবেচনার দাবি রাখে। রাজশাহী বিভাগ যুব শিক্ষা অর্জনে সকল নির্দেশকসমূহে উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার অন্যান্য নির্দেশক সমূহের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্কোর বা মান পরিলক্ষিত হয়। সকল ডোমেইন বিবেচনায় কেবলমাত্র কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে রাজশাহী বিভাগে যুবদের অবনতি লক্ষ্য করা যায়। আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে যুবদের অংশগ্রহণ সন্তুষ্টিজনক নয়। এমনকি সময়ের সাথে যুব বেকারত্বের একটি ধনাত্মক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার।

চিত্র-৭ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ রাজশাহী বিভাগ

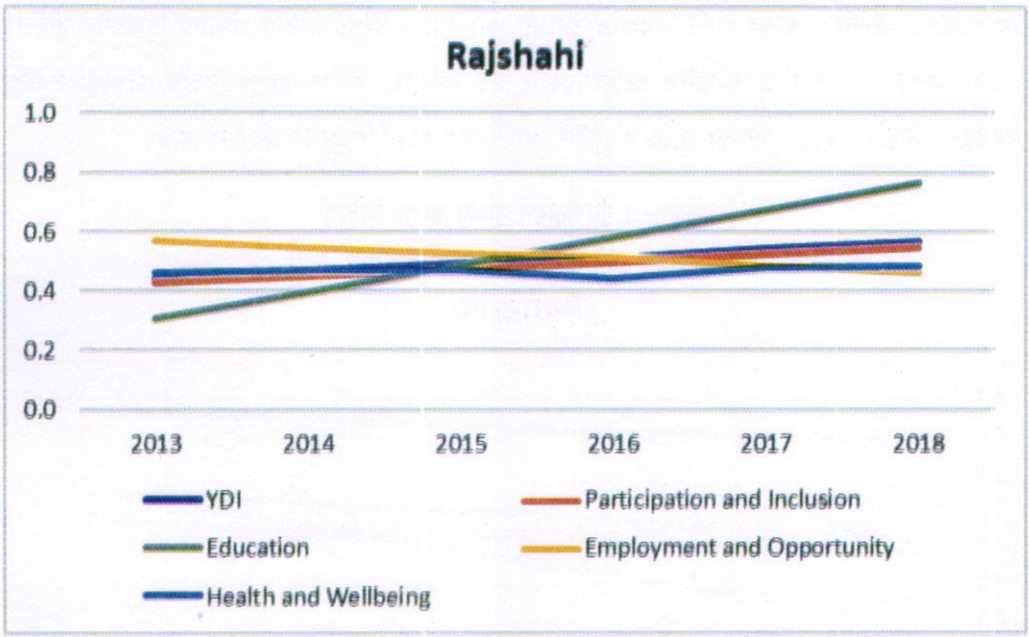

৭.৭ রংপুর বিভাগ

যদিও রংপুর বিভাগ সার্বিক যুব উন্নয়ন সূচকে উন্নতি লাভ করছে, তথাপি যুব উন্নয়ন সূচকের মান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। রংপুর বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচকের মান ০.৪৬ যা জাতীয় যুব উন্নয়ন সূচকের মানের চেয়ে অনেক কম। যুব উন্নয়ন সূচকে রংপুর বিভাগের অবস্থান ৭ম। রংপুর বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচকে সবচেয়ে অবদান বেশি যুব শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ডোমেইনের।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণের ক্ষেত্রেও ক্রম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বিবাহিত যুবদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের দিক থেকে রংপুর বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু অসুস্থ্যতায় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া ক্ষেত্রে খানিকটা অবনতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্মপন্থা প্রণয়নে বিষয়টি গুরুত্বের

সাথে বিবেচনায় নেয়া দরকার। শিক্ষা ক্ষেত্রেও যুবদের উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও কম্পিউটার মালিকানা ও ব্যবহারে অভিগম্যতায় রংপুর বিভাগের যুবরা সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

চারটি ডোমেইনের মধ্যে কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে কেবলমাত্র অবনতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়াও স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বর্ধমানমূলক কর্মকান্ডে যুবদের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রেও কম স্কোর/মান যুব উন্নয়নের অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

অংশগ্রহন ও অন্তভূক্তিমূলক উন্নয়নেও যুব উন্নয়ন সূচকের মান অগ্রসরমান। এক্ষেত্রে যুবদের উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহার, উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে অভিগম্যতা/প্রবেশ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে যুবদের সম্পৃক্ততা উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, খাবার পানি ব্যবহারে যুবদের অভিগম্যতা রংপুর বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সর্বোচ্চ অবস্থানে। বাল্যবিবাহে যদিও রংপুর বিভাগ স্থির অবস্থায়, তথাপি রংপুর বিভাগ এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন অবস্থানে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের র‍্যাংক অনুযায়ী বাল্যবিবাহে রংপুর বিভাগের অবস্থান ৮ম।

চিত্র-৮ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ রংপুর বিভাগ

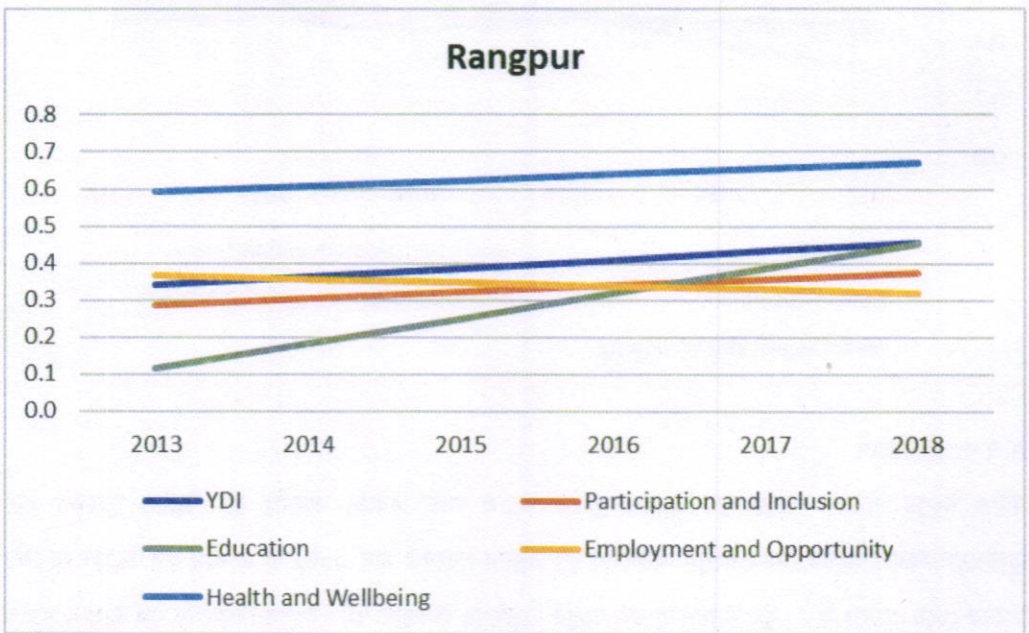

৭.৮ সিলেট বিভাগ

যুব উন্নয়ন সূচকে সিলেট বিভাগের অবস্থান ৬ষ্ঠ। সিলেট বিভাগের যুব উন্নয়ন সূচক মান ০.৫৩। সিলেট বিভাগের যুব উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে শিক্ষা এবং অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ ডোমেইন।

যুব উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ অগ্রসরমান। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে কিশোরী প্রজনন হার হ্রাস পাওয়া এবং গর্ভকালীন নারীদের স্বাস্থ্য সেবায় অধিকমাত্রায় অংশগ্রহন। যদিও যুবদের অসুস্থ্যতা/ইনজুরি এবং অসুস্থ্যতায় স্বাস্থ্য সেবা নেয়ার কিছুটা অবনতি পাওয়া যায়। তথাপি অন্যান্য বিভাগ/অঞ্চলের তুলনায় সিলেট বিভাগের অবস্থান অনেকটা সন্তোষ জনক। যুব শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার সকল নির্দেশকসমূহের মধ্যেই অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে বিপরীতমূখী প্রবণতা বিদ্যমান। সামাজিক নিরাপত্তায় যুবদের অংশগ্রহন, সম্প্রতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তা, স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সকল ক্ষেত্রেই অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

অংশগ্রহণ ও অন্তভূক্তিমূলক যুব উন্নয়নে সিলেট বিভাগ অগ্রসরমান হলেও যুবদের উন্নত খাবার পানি ব্যবহারের অভিগম্যতায় অবনতি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টির দাবি রাখে। কিন্তু উন্নত স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারে এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে যুবদের সম্পৃক্ততায় সিলেট বিভাগ অভাবণীয় উন্নতি লাভ করেছে। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সিলেট বিভাগে বাল্যবিবাহ সবচেয়ে কম। এক্ষেত্রে সিলেট বিভাগকে সবচেয়ে সফল বিভাগ বলা যায়।

চিত্র-৯ ঃ যুব উন্নয়ন সূচকঃ সিলেট বিভাগ

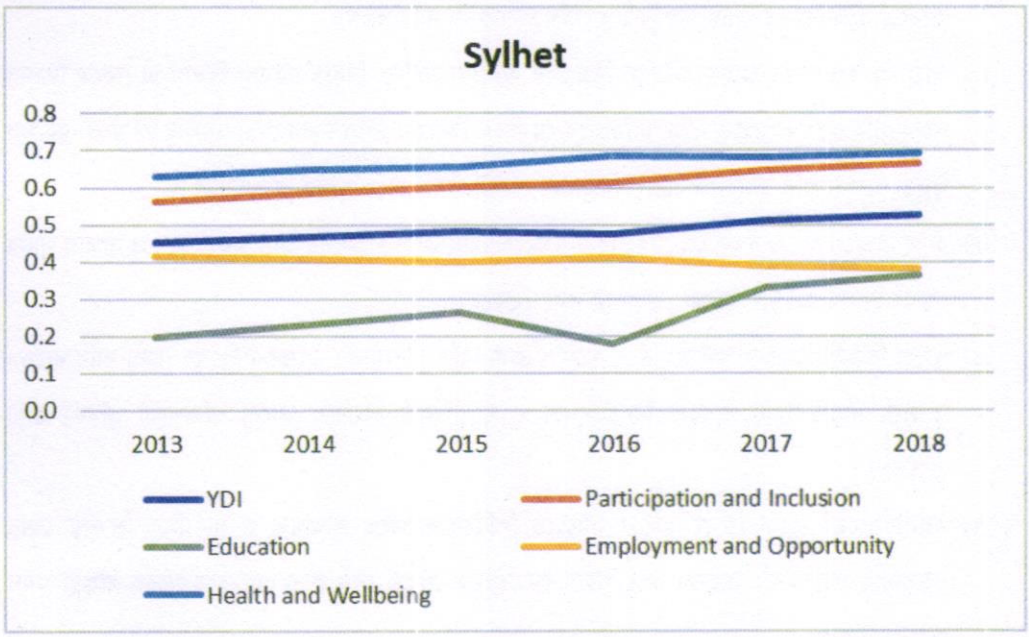

৮ উপসংহার ও করণীয়

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, যদিও যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৩ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত অগ্রসরমান, তথাপি আমাদের আত্মতুষ্টিতে থাকার কোন সুযোগ নেই। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই আরো যুব উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, যে সকল ক্ষেত্রে যুব উন্নয়নে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়, সে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিশেষভাবে কিছু করণীয় বিষয় উল্লেখ করা হলো যা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১) যদিও বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষা অগ্রসরমান ভূমিকা রাখছে, গড় শিক্ষা বছর সেই তুলনায় এখনও সন্তোষজনক নয়। এক্ষেত্রে যুবদের শিক্ষা থেকে ঝরে পরা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২) সার্বিকভাবে কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে যুবদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশকে এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাছাড়া কারিগরি শিক্ষাসহ বিকল্প কর্মসংস্থান ও স্ব-নিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দেশকে ভূমিকা রাখতে হবে।

৩) কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে বরিশাল বিভাগের অবস্থান সর্বনিম্ন। অঞ্চলভিত্তিক ইক্যুয়টি বা সমতা আনতে হলে এক্ষেত্রে বরিশাল বিভাগ বেশি প্রাধান্যের দাবি রাখে।

৪) স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ডোমেইনে চট্টগ্রাম বিভাগের অবস্থান সর্বনিম্ন বিধায় চট্টগ্রাম বিভাগ এ ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দাবি রাখে। তাছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে যে সকল বিষয়ের উপর নজর দেয়া দরকার তা হলো যুবদের উন্নত খাবার পানি ব্যবহারে অধিক নিশ্চয়তা, বাল্যবিবাহ রোধে অধিক সচেতনতা।

৫) ঢাকা বিভাগে যদিও সকল ডোমেইনের মান অগ্রসরমান তথাপি যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঢাকার অবস্থান আরো জোরদার করা দরকার।

৬) খুলনা বিভাগে যুবদের কর্মসংস্থান ও সুযোগ ক্রমাবনতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দাবি রাখে। তাছাড়া খাবার পানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও বাল্যবিবাহ নিরোধে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

৭) ময়মনসিংহের যুবরা শিক্ষা অর্জনে সবচেয়ে পিছিয়ে এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জোর নজরদারি প্রয়োজন। তাছাড়া ঝরে পরার কারণসমূহ খোঁজে বের করে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮) রাজশাহী বিভাগে কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্ব দেয়া বিশেষ প্রয়োজন। বাল্য বিবাহে রংপুরের অবস্থান সর্বনিম্ন বিধায় বাল্য বিবাহ রোধ প্রকল্প রংপুরে আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এ যে সকল ডোমেইন এবং নির্দেশকসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রেক্ষিত আলোচনায় নিম্নের সম্ভাব্য নীতি সমূহ পর্যালোচনার দাবি রাখে।

১) ইনজুরি বা দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়ক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া। তাছাড়া আইনের প্রয়োগ ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃক দুর্নীতি রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) নারীদের প্রথম সন্তান প্রসবে গড় বয়স বাড়ানোর মাধ্যমে সর্বাধিক স্বাস্থ্য কল্যাণ বৃদ্ধি করা যায়।

৩) নারী যুবদের প্রজনন হার কমানোর জন্য সচেতনামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার বাড়ানো নিশ্চিতকরণ। তাছাড়া নারী যুবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিক্ষা উন্নয়নে ব্যবস্থা জোরদারকরণ একইসাথে, গর্ভকালীন স্বাস্থ্য সেবা নেয়া নিশ্চিতকরণ।

৪) স্বাক্ষরতর হার বাড়ানোর দিকে আরো নজর দিতে হবে। কেননা, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি কর্মসংস্থান ও সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। তাছাড়া যুবদের আইসিটি (ICT) বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। জেন্ডার সমতা আনার জন্য নারী যুবদের উপর এ সকল বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা, যে সকল নারীদের বাল্যবিবাহ হচ্ছে তারা কম শিক্ষিত, কর্মহীন ও বেকার। নারীদের কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক সমস্যাই সমাধান সম্ভব। তাছাড়া বাল্য বিবাহ রোধে আইনগত ভাবে বিবাহের বছর যা নির্ধারণ রয়েছে তা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৫) যে সকল যুব অর্থনৈতিকভাবে হতদরিদ্র পরিবারে অন্তর্ভূক্ত তারা যেন সামাজিক নিরাপত্তা সুযোগে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তায় আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড যুক্ত করে দরিদ্র পরিবারে অন্তর্ভূক্ত যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রতি নজর দেয়া দরকার। তাছাড়া যুবদের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে শিক্ষা গ্রহণ বাড়াতে হবে। বিশেষতঃ যে সকল যুব শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ততা নেই তাদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি নেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু কর্মসংস্থানে নারী যুবরা অনেক পিছিয়ে, নারী যুবদের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ জেন্ডার সমতা আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৬) বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আধুনিক স্যানিটারী লেট্রিন ব্যবহারে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। শহরে বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলেও এ কর্যক্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণে অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রম নেয়া যেতে পারে। যে সকল অঞ্চলে আর্সেনিক মাত্রা ভয়াবহ, বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। বাল্য বিবাহ নিরোধে এ সংক্রান্ত আইনের সঠিক ও কঠোর বাস্তবায়নে গুরুত্ব জোরদার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিবাহের ন্যুনতম বয়স নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই সামান্য বাড়ানো যেতে পারে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন সূচক ভবিষ্যতে আরো উন্নতকরণে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি নজর বাড়ানো প্রয়োজন।

যেহেতু বাংলাদেশে প্রকাশিত জাতীয় তথ্যভিত্তিক রিপোর্টে যুবদের জন্য আলাদাভাবে তথ্য উপস্থাপনে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়, ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার মাধ্যমে যুব সংক্রান্ত আরো প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া সম্ভবপর হবে।

১) যদিও বাংলাদেশে যুব সংক্রান্ত অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তথাপি কিছু বিষয়ের প্রতি যেমন- বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক উপাত্ত, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, আদিবাসিতা, ধর্ম, ট্রান্সজেন্ডার, রিফিউজি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে নজর বাড়াতে হবে।

২) বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ রিপোর্ট ভবিষ্যতে যুব জরিপ চালুর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করছে।

৩) বর্তমানে যে সকল জরিপ চালু রয়েছে সে সকল উৎস হতে যুব সংক্রান্ত বিষয় সকল রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ নেয়া।

৪) সকল তথ্য উৎসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সকল জরিপের (চলতি জরিপ ও ভবিষ্যতে যে সকল জরিপ চালু হবে) নমুনা বা স্যাম্পল যাতে জেলাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংগৃহিত সকল জরিপ তথ্যে পাবলিক প্রবেশ উন্মুক্ত করা।

৬) বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে অঞ্চলভিত্তিক পলিসি ডায়ালগের আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন সূচক ২০১৯ এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জোর ব্যবস্থা গ্রহণ।

UNFPA